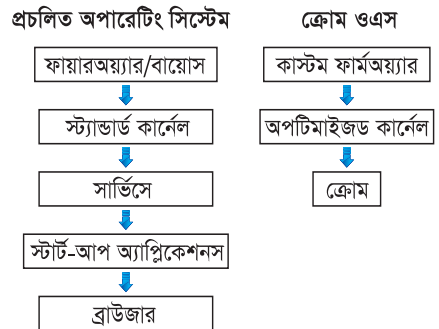


অপারেটিং সিস্টেম মার্কেটে প্রায় তুলেই গুগল ঘোষণা করল তাদের অপারেটিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট-এর পরিকল্পনা। বিশ্বজুড়ে বেশ আলোচনা সমালোচনা সেই থেকে। কারো কথায় ভাল মন্দ বিচারে যাবার আগে গুগল-এর অপারেটিং সিস্টেমটি সম্বন্ধে আমরা বরং একটু জেনে রাখি। তবে ক্রোমিয়াম সম্পর্কে কিছু বলার আগে অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে কিছু বলি। অপারেটিং সিস্টেম একটি কম্পিউটারের মৌলিক কর্মকাণ্ডগুলো ধারণ করে যা অন্যান্য অ্যাপি-কেশনে ব্যবহার হয়। এছাড়াও এতে যাবতীয় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার লিংকেজ থাকে। প্রথম দিককার কম্পিউটারগুলোতে কোনো অপারেটিং সিস্টেম ছিল না। ফলে সব রকম প্রোগ্রামে হার্ডওয়্যার আলাদাভাবে কনফিগার করতে হত। হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহার কঠিন হতে থাকে। এই সমস্যা কমাতে Manchester Mark-এর সমসাময়িক কম্পিউটারগুলোতে হার্ডওয়্যার লিংকেজ-এর প্রোগ্রামগুলো আলাদা কোনো পাঞ্চকার্ডে দেয়া থাকত। অ্যালান টুরিং-কে সাধারণভাবে অপারেটিং সিস্টেম ধারণার প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপারেটিং সিস্টেমের জটিলতা বাড়তে থাকে। প্রোগ্রাম রানিং টাইম কমানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়; আবির্ভাব হয় স্ট্যান্ডঅ্যালোন অপারেটিং সিস্টেমের। এসব অপারেটিং সিস্টেম কোনো সময় অ্যাপি-কেশন ছাড়াই চলতে পারে। এর বড় সুবিধা হল প্রোগ্রাম সম্পর্কিত হার্ডওয়্যার লিংকেজ অধিকাংশ অপারেটিং সিস্টেম এ সবসময় চালু থাকে (ডিসপে-, কিবোর্ড, মাউস)। ফলে প্রোগ্রাম চালাতে নতুন করে ইনপুট আউটপুট সিস্টেমকে হার্ডওয়্যার লেভেল থেকে ইনিশিয়ালাইজ করার দরকার হয় না। যোগাযোগটা করে অপারেটিং সিস্টেম। মেমোরি বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ, সিস্টেম অনুরোধগুলির অগ্রাধিকার নির্ণয়, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ও ফাইল সিস্টেম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেমের কাজ। অপারেটিং সিস্টেমের প্রচলন কম্পিউটার ব্যবহারে নতুন মাথা আনে। বিশেষত মাইক্রোসফট ডস (ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম)-এর সমসাময়িক অপারেটিং সিস্টেমগুলো কম্পিউটারকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারোপযোগী করে তুলে। এখনকার Windows, MacOS, Linux-এর কাজ অনেক ব্যাপক। অপারেটিং সিস্টেমের এই ধারণা নতুন মনে হলেও আসলে দূর ভবিষ্যতে এর চেহারা বোধ করি অনরকম হবে। আপনি যদি গুগল ক্রোমিয়াম ওএস সম্পর্কে কিছুই না জেনে থাকেন তবে বলছি, এটি একটি ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম যাতে শুধুমাত্র একটি হাই-স্পিড ব্রাউজার আছে। সব অ্যাপি-কেশন থাকে ওয়েবে! সত্যিই, গুগল-এর চিন্তাভাবনা একটু ভিন্ন!

# গুগল ক্রোমিয়াম অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেমের শুরু না শেষ?

শাবাব হায়দার সিদ্দিকী/mail4me@shabab.com

প্রশ্ন উঠতে পারে এই অপারেটিং সিস্টেম ধারণার পরিবর্তনের কি আসলেই দরকার ছিল? তাহলে বরং পাল্টা একটা প্রশ্ন করি: আপনি পিসি ব্যবহারকালীন কতটা সময় ইন্টারনেটে থাকেন? উত্তর হয়তো ৪০-৫০ অথবা ৭০-৮০%। উন্নত বিশ্বে এটা কিন্তু ৯০%। গুগল এই ব্যাপক ইউজারদের টার্গেট করেই ক্রোমিয়াম তৈরির কাজ হাতে নেয়। আপনি কেন ওয়েবভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম ক্রোমিয়াম চালাবেন? এটা ফ্রি। এর বৈশিষ্ট্য: গতি, সরলতা (গুগল-এর হোম পেজ দেখলে বুঝতে কষ্ট হবে না!), নিরাপত্তা, সব কিছু নেটে (ক্লাউড কম্পিউটিং ধারণার অগ্রদূত)। ফলে যে কোনো সিস্টেমে বসে আপনি আপনার কম্পিউটার চালাতে পারবেন। একে একটি ওয়েব ব্রাউজার বললাম বলে একে ছোট মনে করবেন না। এর কাজ ও ক্ষমতা একে সাধারণ ওয়েব ব্রাউজারের চাইতে আলাদা করেছে।



এতে আপনি যা যা করতে পারবেন: মেইল চেক, অনলাইনে গেম খেলা, অফিস অ্যাপি-কেশন ব্যবহার, গান শোনা, ভিডিও দেখা, পেন/সিডি ড্রাইভ ব্যবহার, প্রজেক্টর/মোবাইল ব্যবহার, চ্যাটিং এবং আরও অনেক কিছু। অপারেটিং সিস্টেমটি চালু করলে একটা লগইন পেইজ আসবে। জিমেইল একাউন্ট লগ ইন করলে গুগল হোম পেজ (www.google.com) চালু হবে। এবং আপনি ব্রাউজারেই থাকবেন। একটু খেয়াল করলে একটি স্টার্ট মেন্যুর মত বাটন পাবেন যাতে এই পর্যন্ত পাওয়া প্রচলিত net application এবং ওয়েব সাইটগুলো থাকবে। গতি এই অপারেটিং সিস্টেমের মূল আকর্ষণ। গুগল-এর কথা অনুযায়ী এটা ব্লুট হতে ৫-৭ সেকেন্ডের মধ্যে! গুগল-এর প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্যাডার পিচাই-এর ভাষায়: ‘আমরা গুগল ক্রোম অপারেটিং সিস্টেমকে করতে চেয়েছি ঝড়ের মত দ্রুত... যেন এটি ব্লুট হয় টেলিভিশনের মতই, সঙ্গে সঙ্গে।’ এর

এই অস্বাভাবিক দ্রুতগতির কারণ বর্ণিত চিত্রটি দেখলে বোঝা যায়। সাধারণ অপারেটিং সিস্টেম যখন ৫টি লেভেল পেরিয়ে কোনো কাজ করে, ক্রোমিয়াম তা করে ৩ ধাপের মধ্যে। পিসি ইউজারদের জন্য বাড়তি সুবিধা না দিলেও, এটি নেটবুক কম্পিউটারকে করবে শাস্রয়ী। গুগল সরাসরি এই অপারেটিং সিস্টেম নেটে ছাড়তে না চাইলেও ভবিষ্যতে হয়ত পাওয়া যাবে। আপাতত আপনাকে এর পূর্ণ সুবিধার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে ২০১০-এর শেষার্ধ পর্যন্ত। এর মধ্যেই প্রথম ক্রোমিয়াম নেটবুক বাজারে আসবে। এই গুগল ডিভাইসগুলো সাধারণ নেটবুকের মত হলেও এতে কোনো হার্ড ডিস্ক থাকবে না। ডাটা স্টোরেজ-এর জন্য ব্যবহার হবে ফ্ল্যাশ মেমোরি এবং ক্লাউড বা অনলাইন স্টোরেজ। কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য ইউজারকে সেটি ইনস্টল করতে হবে না। শুধুমাত্র ঐ সফটওয়্যারের লিংকে সাইন করার দরকার হবে। এর ফলে আপনি আপনার কম্পিউটারের চেয়ে কাজে মনোযোগ বেশি দিতে পারবেন। শেষ কথায় যা বলতে পারি তা হল, গুগল তাদের অপারেটিং সিস্টেম একটু তারাছড়ো করেই এনেছে, এর স্ট্যাবিলিটি ও বাগ এখনও ঠিকমত ফিক্স হয়নি। গুগল নেটবুকগুলো বাজারে আসার আগে আশা করি এগুলো ঠিক হয়ে যাবে। বাংলাদেশ সবেমাত্র ওয়াইম্যাক্স-এর জগতে প্রবেশ করল। আগামী এক বছরে যদি ৫১২ বা ১০২৪ কিলোবাইট স্পিড সাধারণ মানুষের নাগালে আসে তবেই বাংলাদেশে এর ব্যবহার আশানুরূপ হবে। আপনি যদি নেটবুক না কিনে এই অপারেটিং সিস্টেমটা দেখতে চান তবে ইন্টারনেট ঘাঁটতে পারেন। গুগল নিজস্ব কোনো ইনস্টলার সিডি এই লেখাটি লেখা পর্যন্ত ছাড়েনি। আপনাকে হয় ভার্চুয়াল মেশিন বা ইউএসবি-তে ইনস্টল করে দেখতে হবে। গুগল যদি নিয়মিত তাদের ওয়েব অ্যাপি-কেশনগুলো ম্যালওয়্যার থেকে মুক্ত রাখে তাহলে আপনার কোনো ডাটা ব্যাকআপ বা অ্যান্টিভাইরাস নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে। হাজার হাজার পিসি আলাদাভাবে রিসোর্স ব্যবহার করার চেয়ে একই রিসোর্স শেয়ার করলে ডাটা স্টোরেজজনিত অপচয় যে কম হবে তাতো এমনিতেই বোঝা যায়। সেই সাথে ইউজার লেভেলে মেইনটেনেন্স হবে সহজ। অদূর ভবিষ্যতে প-টফর্ম হিসেবে অপারেটিং সিস্টেমের চাইতে ওয়েব যে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। আর এটা যদি হয় সত্যি তবে নিঃসন্দেহে গুগল প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে গেল।